জাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

প্রতিনিধি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) আসন্ন ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।

অবস্থান কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার সদস্য সচিব তৌহিদ সিয়াম বলেন, পোষ্য কোটা চিরতরের জন্য বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্তত একটা চাকরির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা এমন হাজারো শিক্ষার্থী আছে যাদের বাবা কৃষক কিংবা শ্রমিক। তাহলে তাদের সঙ্গে সব থেকে বড় বৈষম্য করছে প্রশাসন। অতিদ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা থেকে এই বৈষম্যমূলক পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় নূন্যতম নম্বর তুলেই একজন পোষ্য ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। অথচ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের সন্তানরাও মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। তাই আমরা মনে করি, পোষ্য কোটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈষম্য তৈরি করছে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পোষ্য কোটা নামের কোনো কোটা থাকতে পারে না। দ্রুত সময়ের মধ্যে জাবির ভর্তি পরীক্ষায় অযৌক্তিক পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে, অন্যথায় সচেতন আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল অযৌক্তিক কোটা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোটা পদ্ধতির উৎখাত হয়, স্বৈরাচারের পতন হয় এবং মেধাবীদের জয় হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়মে পরবর্তীতে কোটা ৭% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় যা মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী- তৃতীয় লিঙ্গের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নতুন একটি কোটার অনেক প্রচলন শুরু হয়েছে, তা হলো পোষ্য কোটা। যেই কোটা পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে সেই কোটা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি সংস্কার হয়নি।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পোষ্য কোটার মাধ্যমেই ভর্তি হওয়া যায়, তাহলে ভর্তি পরীক্ষার দরকার নেই। যার বাবা-মা এখানে চাকরি করে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হোক। আমরা তাহলে পরিবারতন্ত্র থেকে কিভাবে মুক্তি পেলাম। যদি মেধাবীদের মূল্যায়নের পর আরও আসন অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই আসনে তার পরের কোনো মেধাবীকে ভর্তি করানো হোক। মেধাবীদের মুক্তির জন্য পোষ্য কোটার বিলুপ্তি ঘটানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। পোষ্য কোটার অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আজ থেকে রেজিস্টার ভবনে আমরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত পোষ্য কোটা বাতিল করা হবে আমাদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।

কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ছাত্র অধিকার পরিষদ জাবি শাখার সদস্য সচিব ইকবাল হোসাইন, জাহাঙ্গীরনগর সংস্কার আন্দোলনের

শিক্ষার্থীদের নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী মেহরাব বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র মুখপাত্র নাজিরুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বাতিল করা হয়েছে।